আপন ঘর বাঁচান

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমি জেদ্দা, সৌদিআরব

শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : জামি'আ দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

দাওরা ও ইফতা : জামি'আ ফারুকিয়া, করাচী

উস্তাযুল হাদীস : জামি'আ ইসলামিয়া, ঢাকা

খতীব : নিকুঞ্জ (উত্তর) জামে মসজিদ, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

উৎসর্গ

দ্বীন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক
মরহুম আব্বাজান
জনাব আলহাজ্জ মুমতাযুদ্দীন খানের রূহের
মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে।
জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নি থেকে
আপন ঘর বাঁচানোর ফিকির ছিলো
যার অপরিসীম।

– অনুবাদক

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম : মুহাম্মাদ তাকী উছমানী ইবনে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.), মুফতী আযম-পাকিস্তান ও প্রতিষ্ঠাতা : জামিয়া দারুল উলূম করাচী।

জন্ম : ৫ শাওয়াল ১৩৬২ হিজরী, মোতাবেক অক্টোবর ১৯৪৩ ঈসায়ী।

শিক্ষা : (ক) দাওরা-ই হাদীছ, দারুল উলূম করাচী থেকে ১৩৭৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৬০ ঈসায়ী।

(খ) ফাযেলে আরবী, ১৯৫৮ সালে পাঞ্জাব বোর্ড থেকে মেধা তালিকার শীর্ষে।

(গ) বি, এ, করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৬৪ ঈসায়ী।

(ঘ) এল, এল, বি, করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৬৭ ঈসায়ী মেধা তালিকার শীর্ষে।

(ঙ) এম, এ আরবী, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হতে ১৯৭০ সনে মেধা তালিকার শীর্ষে।

শিক্ষকতা : হাদীছ শরীফ ও ফিকহ-সহ অন্যান্য ইসলামী উলূম শিক্ষাদান ১৯৬০ ঈসায়ী থেকে অদ্যাবধি, দারুল উলূম করাচী।

সাংবাদিকতা : মাসিক আল-বালাগ (উর্দূ) সম্পাদনা ১৯৬৭ থেকে অদ্যাবধি।
মাসিক আল বালাগ (ইংরেজি) সম্পাদনা ১৯৮৯ থেকে অদ্যাবধি।
নিয়মিত কলামিষ্ট, দৈনিক জঙ্গ (করাচী)

পদ ও দায়িত্ব ঃ ভাইস প্রিন্সিপাল, দারুল উলূম করাচী ১৯৭৬ থেকে। তত্ত্বধায়ক, রচনা ও প্রকাশনা বিভাগ, দারুল উলূম করাচী। বিচারপতি, শর'য়ী আদালত, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট। ভাইস প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক ফিক্হ একাডেমি জেদ্দা সৌদিআরব। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকে শর'য়ী তত্ত্বাবধায়ক বোর্ডের সদস্য।
সিন্ডিকেট সদস্য, করাচী ইউনিভার্সিটি।

অনুবাদকের আরয

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ !

আজ থেকে প্রায় চার বৎসর আগের কথা। তখন আমি জামিয়া ফারুকিয়া করাচীর ছাত্র। বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এক বিকেলে দারুল উলূম করাচী গেলাম। দেখা হলো সে সময়ের দু'জন সেরা বাংলাদেশী ছাত্র আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হযরত মাওলানা দিলাওয়ার হুছাইন সাহেব ও মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়াহ বাংলাদেশের আমীনুত তা'লীম, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবের সাথে। তাঁরা আমাকে বললেন, আপনিতো প্রায়ই কিতাব-পত্র কিনে থাকেন, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উছমানী সাহেবের নতুন আটখানা কিতাব বের হয়েছে, যা বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে খুবই চৎমকার। সম্ভব হলে কিনে ফেলুন। আমি সাথে সাথে দারুল উলূমের লাইব্রেরিতে গিয়ে কিতাবগুলো কিনলাম। সে কিতাবগুলোর মধ্যে বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে আমার নিকট সবচেয়ে মূল্যবান মনে হয়েছে। فرد کی اصلاح (ব্যক্তির সংশোধন) যার ফলে সেদিন রাতেই বইটি পড়েছি এবং সাথে সাথে এর বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি। সে বইগুলো মূলত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উছমানী সাহেবের তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে, আধুনিক বিশ্বে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শকে বাস্তবায়নের পথে যে সকল সমস্যা দেখা দেয়, তার বাস্তবভিত্তিক ইসলামী সমাধান বিষয়ক লেখা প্রবন্ধসমূহের গ্রন্থরূপ। যার অধিকাংশই বিভিন্ন সময়ে মাসিক 'আল-বালাগ' (উর্দূ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায হযরত মাওলানা জাস্টিস মুহাম্মাদ তাকী উছমানী সাহেবের পরিচয় পাক-ভারত-উপমহাদেশে নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন নেই। উলামায়ে কেরাম, কি বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়, দ্বীনদার শ্রেণির প্রায় সকলেই তার নাম শুনেছেন।

তিনি বিশ্ব ইসলামী ফিক্হ একাডেমির (জেদ্দা, সৌদিআরব) পৃষ্ঠপোষকতা, ক্ষুরধার লিখনী, আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্সসমূহে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ, আধুনিক মাসয়ালা-মাসায়েলের নির্ভরযোগ্য উত্তর প্রদান ইত্যাদি খেদমতের মাধ্যমে বিশ্বজোড়া ইসলামী পুর্নজাগরণের ক্ষেত্রে

ফলপ্রসূ অবদান রেখে চলছেন। তাঁর লিখনী ও বক্তব্যের প্রতিটি ছত্রে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে থাকা দুর্বলতা ও ভ্রান্তির নিখুঁত এক্স-রে রিপোর্ট ও তার প্রতিকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। আশা করা যায় যদি এর উপর যথাযথভাবে আমল করা হয় তাহলে মুসলিম উম্মাহ্ বর্তমান সংকটের ঘূর্ণাবর্ত থেকে বরিয়ে এসে সাফল্যের রাজ তোরণে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। এ আশায় বুক বেঁধেই আমরা فردکی اصلاح হতে সেরা তিনটি প্রবন্ধ এবং তাঁর গুরুত্ব বয়ান সংকলন اصلاحی خطبات (ইসলাহী বয়ান) হতে দুটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বয়ানের বঙ্গানুবাদ এবং সেই সাথে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে, বর্তমান বিশ্বে হযরত থানভীর (রহঃ) একমাত্র খলীফা, 'মুহিউস সুন্নাহ্' হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম কর্তৃক সংকলিত 'ইসলাহুল গীবত' শীর্ষক প্রচারপত্রটির অনুবাদ, মুসলমান ভাইদের খেদমতে পেশ করার প্রয়াস পেলাম। মূল বিষয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে কোন কোন জায়গায় ভাবানুবাদের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে অপরিপক্কতা ও ভাষা জ্ঞানজনিত ত্রুটিবিচ্যুতি হেতু প্রচুর ভুলভ্রান্তি থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সুহৃদয় পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও অভিজ্ঞজনের পরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রইলো।

এ মহতী কাজে আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছেন, তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায, বহু গ্রন্থপ্রণেতা, সফল অনুবাদক, জনাব হাফেয মুহাম্মাদ খালেদ সাহেব। এ ছাড়া আমার লেখাগুলো সংশোধনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের এক মুখলিস বাঁদীর ভূমিকাও কম নয়। যিনি নিজ নাম প্রকাশের চেয়ে অধিক ছওয়াব অর্জনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অন্যান্য যারা আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা আখিরাতে এর বদলা অবশ্যই পাবেন।

মূল লেখকের ইখলাস ও আমলের ফলে, এ বইয়ের পাঠক মাত্রই উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি। সে সাথে আল্লাহ পাক স্বীয় রহমতে এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে অধম অনুবাদকের জন্য নাজাতের উছিলা বানাবেন বলে আশা রাখি। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া
তাঁতীবাজার, ঢাকা-১১০০

তারিখ
৭ই সফর ১৪১৭ হিজরী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আপন ঘর বাঁচান	**০৯**
বে-দ্বীনীর সয়লাব ও আমাদের করণীয়	১৮
হতাশা কেন?	২৭
যবানের হেফাজত	৩৮
যবানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন	৩৯
যবান এক বিরাট নিয়ামত	৩৯
যদি যবান বন্ধ হয়ে যায়	৪০
যবান আল্লাহপাকের আমানত	৪০
যবানের সঠিক ব্যবহার	৪১
যিকিরের মাধ্যমে যবান তাজা রাখুন	৪২
যবানের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দিন	৪৩
সান্ত্বনার কথা বলা	৪৩
যবান মানুষকে দোযখে নিয়ে যাবে	৪৪
‘পেহ্‌লে তো-লো, ফের বো-লো’	৪৪
হযরত মিয়াঁ ছাহেব রহ.	৪৫
আমাদের দৃষ্টান্ত	৪৬
যবানকে নিয়ন্ত্রিত করার উপায়	৪৬
যবানে তালা লাগাও	৪৭
গল্পগুজবে যবানকে লিপ্ত রাখা	৪৮
নারীসমাজ ও যবানের ব্যবহার	৪৮
জান্নাতে প্রবেশের গ্যারান্টি দিচ্ছি	৪৯
নাজাতের জন্য তিনটি কাজ	৫০
হে যবান আল্লাহকে ভয় করো	৫১
কিয়ামতের দিন সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কথা বলবে	৫১
গীবত একটি মারাত্মক গোনাহ	**৫৫**
গীবত কাকে বলে	৫৬
গীবত করা কবীরাহ গোনাহ	৫৭
গীবতকারী নিজ চেহারা খামচাবে	৫৭
গীবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক	৫৮
গীবতকারীকে জান্নাতে যেতে বাধা দেওয়া হবে	৫৯
গীবত জঘন্যতম সুদ	৫৯
গীবত মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ	৬০
গীবত করার কারণে ভয়ংকর স্বপ্ন	৬১
হারাম খাদ্যের কলুষতা	৬২

যে সকল ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয ৬৩
কারো অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য গীবত করা জায়েয ৬৩
যদি কারো প্রাণ নাশের আশঙ্কা হয় ৬৫
যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহের কাজ করে তার গীবত ৬৫
এটাও গীবত বলে গণ্য ৬৬
ফাসিক ও পাপীর গীবতও জায়েয নয় ৬৬
জালিমের জুলুমের আলোচনা গীবত নয় ৬৭
গীবত থেকে বেঁচে থাকার শপথ ৬৮
গীবত থেকে বাঁচার উপায় ৬৯
গীবতের কাফ্ফারা ৭০
কারো হক্ব নষ্ট হলে ৭০
ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা করার ফযীলত ৭১
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা চাওয়া ৭১
ইসলামের একটি মূলনীতি ৭৩
গীবত থেকে বাঁচার সহজ উপায় ৭৩
নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখো ৭৪
আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দাও ৭৫
গীবত সকল অনিষ্টের মূল ৭৫
ইশারার মাধ্যমে গীবত করা ৭৬
গীবতের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন ৭৬
গীবত থেকে বাঁচার উপায় ৭৭
গীবত থেকে বেঁচে থাকার পণ করুন ৭৭
চোগলখোরী একটি মারাত্মক গোনাহ ৭৮
চোগলখোরী গীবতের চেয়ে মারাত্মক ৭৯
কবরের আযাবের দু'টি কারণ ৭৯
পেশাবের ছিঁটা থেকে বাঁচা ৮০
'চোগলখোরী' থেকে বেঁচে থাকা ৮১
গোপন কথা প্রকাশ করা ৮১
যবানের দু'টি মারাত্মক গোনাহ ৮২
ইসলাহুল গীবত : গীবতের ক্ষতি ও তার চিকিৎসা **৮৫**
ভূমিকা ৮৫
গীবতের ক্ষতি ৮৫
গীবতের চিকিৎসা ৮৬
যে সকল ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয ৮৭
জেনে রেখ! ৮৭
গীবত কাকে বলে ৮৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আপন ঘর বাঁচান

যুগের পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটছে যে, পূর্বকালে যে পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত, এখন তা সামান্য সময়েই সংগঠিত হয়। আজকের অবস্থার সাথে বেশিদিন নয়, মাত্র পনেরো-বিশ বৎসর পূর্বের অবস্থাকে তুলনা করলে এটাই প্রতিয়মান হবে যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি স্তরে পরিবর্তন এসেছে। মানুষের চিন্তাচেতনা, বুদ্ধিবিবেচনা, লেনদেন, আচারব্যবহার, বসবাসের পদ্ধতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, মোটকথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যে, কোন কোন সময় একথা ভাবলে হতবাক হতে হয়। আফসোস! যদি পরিবর্তনের এ প্রবল গতি সঠিক খাতে প্রবাহিত হতো! তাহলে আমাদের দিন ফিরে যেত। কিন্তু হায়! আফসোস! অত্যন্ত হতাশা ও পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এ সকল প্রচেষ্টা ও প্রবল গতি উল্টো দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। কোন এক কবি নিম্নোক্ত পংক্তিটি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে লক্ষ্য করে বললেও আজ তা আমাদের অবস্থার ওপরই পূর্ণভাবে ফিট হচ্ছে।

"দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে, কিন্তু গন্তব্য স্থলের দিকে নয়"

এ কথাকে কতদিন আর কতভাবে বলা যাবে যে, পাকিস্তান ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জন্ম নিয়েছিল। যাতে এ এলাকার মুসলমানগণ নিজ জীবনে খোদার বিধান বাস্তবায়িত করে সমগ্র দুনিয়ার জন্য অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপনে সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের সকল প্রচেষ্টা এর বিপরীত দিকেই ব্যয় হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে।

যে বাড়ি থেকে পূর্বে কোন কোন সময় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যেত, আজ সেখানে শুধু সিনেমার অশ্লীল গানের আওয়াজই কানে আসে। যে সকল জায়গা সর্বদা আল্লাহ, রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম

ও বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনায় মুখর থাকতো, আজ সেখানে বাপ-বেটার মাঝে টি, ভি, প্রোগ্রাম ফিল্ম ইত্যাদির আলোচনাই সর্বক্ষণ হতে থাকে। যে সকল পরিবারে কোন অপরিচিত নারী বা নারীর ছবি প্রবেশ অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার ছিলো, আজ সেখানে বাপ-বেটা, ভাই-বোন একত্রে বস অর্ধনগ্ন নর্তকীদের নাচ দেখতে ব্যস্ত থাকে এবং এতে বন্য আনন্দও লাভ করে থাকে। যে সকল বংশের লোকেরা হারাম উপার্জনকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মনে করে তা থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতো, আজ সে সকল খান্দানের লোকেরা সুদ, ঘুষ ও জুয়ার আমদানি দিয়ে নির্বিঘ্নে উদরপূর্তি করছে। পূর্বে যে সকল মহিলা বোরকা পরিহিত অবস্থায়ও বাড়ির বাইরে বের হতে ইতস্তবোধ করতো, তারা আজ ওড়না ব্যবহার করা থেকেও নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে। মোটকথা! ইসলামী আহকামকে আমলী জীবন থেকে এত দ্রুত প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতের চিন্তা করতে গেলে অনেক সময় অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে।

এই ভয়ানক পরিস্থিতির পিছনে যদিও অনেক কারণ আছে, তা সত্ত্বেও আমি এখন শুধুমাত্র একটি কারণ নিয়ে আলোচনা করবো। আল্লাহপাক যেন নিজ দয়ার এর গুরুত্ব অনুধাবন করার এবং এজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের তাওফিক দান করেন। আর সে কারণটি হলো, আমাদের সমাজে যাদেরকে দ্বীনদার মনে করা হয়, তারা নিজ পরিবারবর্গের দ্বীনী তারবিয়াত ও ইসলাহ সম্পর্কে একান্তই বে-ফিকির হয়ে বসে আছে। আপনি যদি আপনার আশপাশে দৃষ্টি ফেরান, তাহলে, একথার অনেক প্রমাণই আপনি দেখতে পাবেন যে, অনেক বাড়ির কর্তা ব্যক্তিগতভাবে খুবই দ্বীনদার, তথা নামায-রোযার পাবন্দ, সুদ-ঘুষ ও জুয়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকেন, মোটামুটি দ্বীনী ইলমও রাখেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে জানতে খুবই আগ্রহ রাখেন। কিন্তু তার পরিবারভুক্ত অন্যান্য লোকজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দুরবিন দিয়েও কোন ভালো গুণ দৃষ্টিগোচর হয় না। খোদা-রাসূল, দ্বীন-ধর্ম, ক্বিয়ামত ও আখিরাত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াবলিও তাদের চিন্তাভাবনার একান্তই বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। হ্যাঁ তাদের বড় থেকে বড় অনুগ্রহ এটাই যে, তারা মা-বাপের ধর্মীয় কার্যকলাপ সহ্য করে নেয় এবং তা ঘৃণা করে না, কিন্তু এর চেয়ে বেশি তারা কিছু চিন্তাও করে না এবং করতে আগ্রহীও নয়।

অবশ্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলের জন্য দায়ী হবে এবং সন্তানের পরিপূর্ণ হিদায়েত মা-বাপের আয়ত্বেও নয়। নূহ আলাইহিস সালামের ঘরেও কেন'আনের মত সন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু এ দায়িত্বতো প্রতিটি মুসলমানেরই উপর অর্পিত হয় যে, সে নিজ পরিবারের লোকদের দ্বীনী তারবিয়াতের জন্য নিজের সাধ্যমত সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করবে। যদি চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা সঠিক পথে না আসে, তাহলে অবশ্য সে তার দায়িত্ব মুক্ত হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এদিকে ভ্রুক্ষেপও না করে, ব্যক্তিগত আমলের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন এবং পরিবারস্থ লোকদের ধর্মীয় ব্যাপারে লক্ষও না করেন, তাহলে, তিনি কিছুতেই আল্লাহপাকের আদলতে নিষ্কৃতি পাবেন না। এর উপমা ঐ নির্বোধের ন্যায়, যে নিজ সন্তানকে আত্মহত্যা করতে দেখে এ কথা বলে পাশ কেটে যায় যে, জোয়ান বেটা, সে নিজেই নিজ কর্মের জন্য দায়ী।

কেন'আন নিঃসন্দেহে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র ছিলো এবং মৃত্যু পর্যন্তও তার ইসলাহ (সংশোধন) হয়নি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তার মহান পিতা তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য কত ধরনের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। তিনি কী কী ভাবে কেন'আনের বাড়াবাড়ি সহ্য করে, তাকে দাওয়াত দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও সে নিজের জন্য হিদায়েতের নৌকার পরিবর্তে কুফরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গকেই মনোনীত করে নিলো। অবশ্য নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দায়মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আজকে আমাদের সমাজে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি? যিনি নিজ পরিবারস্থ লোকদের বিশেষ করে নিজ সন্তানের ইসলাহ (সংশোধন) ও দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এরূপ চিন্তা ও চেষ্টা ব্যয় করছেন?

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, একজন মুসলমানের উপর শুধুমাত্র তার নিজের আমল, আখলাক সংশোধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি, বরং নিজের ইসলাহের সাথে সাথে নিজ পরিবারবর্গ, নিজ সন্তান-সন্ততি, নিজ আত্মীয়-স্বজন ও নিজ গোত্রের লোকদের ইসলাহের (সংশোধনের) প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বও তাকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহপাকের হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আর কে বেশি যত্নশীল হতে পারে? এতদ্সত্ত্বেও

নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর তাঁর উপর সর্বপ্রথম যে হুকুম নাযিল হয়েছিলো তা ছিলো এই যে,

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿۲۱۴﴾

অর্থ, এবং (হে নবী!) তুমি তোমার নিকটতম খান্দানকে সতর্ক করে দাও।[১]

যার ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহপাকের এ হুকুমের উপর আমল করার জন্য নিজ গোত্রের নিকটাত্মীয়দেরকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করলেন এবং খানা খাওয়া শেষে বললেন,

يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ ابْنَةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، سَلُوْنِيْ مَا شِئْتُمْ، بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! إِنِّيْ وَ اللهِ مَا أَعْلَمُ شَابًّا مِنَ الْعَرَبِ، جَاءَ قَوْمَهُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ؟ إِنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ قَدْ أَمَرَنِيَ اللهُ أَنْ أَدْعُوَكُمْ إِلَيْهِ فَأَيُّكُمْ يُؤَازِرُنِيْ عَلٰى هٰذَا الْأَمْرِ عَلٰى أَنْ يَكُوْنَ أَخِيْ؟

অর্থ, হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! হে সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব! হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! আমার আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে তোমাদের (মুক্তি) সম্পর্কে কোন এখতিয়ার (ক্ষমতা) নেই। তোমরা (আমার মাল হতে) যতটুকু ইচ্ছা আমার নিকট চেয়ে নাও। হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! আল্লাহর কসম! যে জিনিস আমি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি, আমার আরবের এমন কোন যুবক সম্পর্কে জানা নেই যে নিজ গোত্রের লোকদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন জিনিস নিয়ে এসেছে। আমি তোমাদরে নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি এবং আল্লাহপাক আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান করি। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এ কাজে আমার হাতকে মযবুত করবে এবং এর পরিপেক্ষিতে আমার ভাইরূপে গণ্য হবে?

---

১. সূরা শুআরা, আয়াত ২১৪

কেবলমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নয়, বরং সকল নবীর তরীকাই এই ছিলো যে, তাঁরা তাদের পরিবার থেকেই তাবলীগের কাজ আরম্ভ করেছেন এবং নিজে আল্লাহপাকের বিধানের উপর আমল করার সাথে সাথে নিজ পরিবারস্থ লোকদের দ্বীনী শিক্ষা দীক্ষা দানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছেন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় সন্তানদেরকে একত্রিত করে যে অসিয়ত করেছিলেন, পবিত্র কুরআনে তার আলোচনা এভাবে করা হয়েছে–

اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

অর্থ : যখন সে তার পুত্রদের বলেছিল, আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা সকলে বলেছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদত করব, যিনি আপনার মাবুদ এবং আপনার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকেরও মাবুদ। আমরা কেবল তাঁরই অনুগত।[১]

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের দুআ এভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ কবুল করে নিন।[২]

আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের এমন এক দু'টি নয়, অনেক দু'আই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, নিজ সন্তান এবং নিজ পারিবারের লোকদের দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার ফিকির তাদের শিরায় শিরায় ভরা ছিলো।

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনের যেখানেই মুসলমানদেরকে নিজেকে খোদায়ী আযাব থেকে বাঁচতে বলেছেন, সেখানেই নিজ পরিবারবর্গকেও

১. সূরা বাকারা, আয়াত ১৩৩
২. সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৪০

খোদায়ী আযাব থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে।[১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

অর্থ : এবং তুমি নিজ পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচলিত থাক।[২]

পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফের এ সুস্পষ্ট হুকুমসমূহ এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের এ সুন্নাতে জারিয়াহ (অব্যাহত নিয়ম) এ কথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, একজন মুসলমানের দায়িত্ব শুধুমাত্র নিজের দ্বীনী ইসলাহ্ই নয়; বরং নিজের সন্তান ও পরিবারের দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষা দানও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া নিজ সন্তান ও পরিবারের দ্বীনী ইসলাহ (সংশোধন) ব্যতীত নিজেও দ্বীনের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করা ও টিকে থাকা সম্ভব নয়। যদি কোন ব্যক্তির পরিবারের সকল সদস্যই দ্বীন (ধর্ম) বিমুখ এবং খোদাহারা হয়, তাহলে চাই সে ব্যক্তি নিজে যত বড় দ্বীনদারই হোক না কেন! সে একদিন না একদিন এ বে-দ্বীনী পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবিত হবেই। কাজেই নিজেকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর দৃঢ়পদ রাখার জন্য হলেও এটা অত্যন্ত জরুরী যে, নিজের পরিবার-পরিজন ও আশে পাশের লোকদেরও নিজের আদর্শের (ধর্মের) অনুসারী ও সহযোগী বানানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব।

আমাদের বর্তমান বিপর্যয়ের এও একটি অন্যতম কারণ যে, আমরা আমাদের উক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে একান্তই উদাসীন। বড় বড় দ্বীনদার পরিবারেও আজ নতুন প্রজন্মকে দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষা দান চিন্তার বহির্ভূত

১. সূরা তাহরীম, আয়াত ৬
২. সূরা তহা, আয়াত ১৩২

বিষয়রূপে বিবেচিত হচ্ছে। সাথে সাথে প্রাচীনপন্থি (?) (ধর্মভীরু) লোকেরাও অবস্থার সামনে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজ সন্তান ও পরিবারস্থ লোকদেরকে তথাকথিত প্রগতির স্রোতে ভেসে যেতে দেখে চুপচাপ বসে আছেন। কেউ কেউ এমন কথাও বলে থাকেন যে, আমিতো আমার পরিবারবর্গকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার এবং দ্বীনী পরিবেশে গড়ে তোলার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু যুগের হাওয়াই এমন যে, আমাদের ওয়ায-নসীহতের কোন 'আছর' তাদের উপর হচ্ছে না। কিন্তু উপরিউক্ত বক্তব্য আমদের কারো কারো ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা বৈ কিছুই নয়। কারণ আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার যে, আমরা কতটুকু আন্তরিকতা, কতটুকু ব্যাকুলতা ও কতটুকু সহমর্মিতা ও দরদ নিয়ে এ প্রচেষ্টা চালিয়েছি। মনে করুন যদি আপনার সন্তান শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, অথবা (আল্লাহ না করুন) তার কোন অঙ্গ আগুনে পুড়তে শুরু করে, সেসময় আপনি নিজের মনে কতটুকু ব্যাকুলতা অনুভব করেন। আর এ ব্যাকুলতার ফলে আপনি কত কঠিন কাজ কত সহজে করে ফেলেন। এখন প্রশ্ন হলো নিজের সন্তান-সন্ততিকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখে, কখনো কি আপনার মনে এ ধরনের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা অনুভূত হয়েছে? যদি নিজ সন্তান ও পরিবারস্থ লোকদের দ্বীনী ও চারিত্রিক অধঃপতন দেখে সত্যি-সত্যিই আপনার হৃদয়ে এরূপ অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা অনুভূত হয়, যেরূপ অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা তাকে শারীরিকভাবে অসুস্থ দেখে হয়ে থাকে এবং তাদেরকে দ্বীনী ও চারিত্রিক অধঃপতন থেকে বাঁচানোর জন্য ঐরূপই প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন, যেরূপভাবে শারীরিক ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য করে থাকেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথাভাবে পালন করছেন। কিন্তু যদি আপনি আপনার পরিবারবর্গের দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে এরূপ যত্ন, এরূপ আগ্রহ ও এ ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে না থাকেন, তাহলে কোনরূপেই আপনি দায়িত্বমুক্ত হতে পারবেন না। কারণ দুনিয়ার এ সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যখন আপনার সন্তানের দিকে ধেয়ে আসতে দেখেন, তখন বিপদ আশঙ্কায় আপনার অন্তরাত্মা কিভাবে কেঁপে উঠে! অথচ দোযখের ভয়াবহ অগ্নিকে (যা থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা নেই) আপনার আদরের সন্তানের দিকে হা করে তেড়ে আসতে দেখেও আপনার

পিতৃস্নেহ আপনার হৃদয়কে দোলা দেয় না, এর কারণ কী? যদি আপনি আপনার শিশু সন্তানের হাতে গুলিভরা পিস্তল দেখেন, তাহলে তার কান্নাকাটি ও আবদারের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার হাত হতে ঐ পিস্তল ছিনিয়ে নিতে না পারেন, ততক্ষণ আপনার হুঁশ থাকে না। কিন্তু এর কী কারণ যে, সে সন্তানকেই যখন দ্বীনী অধঃপতন ও ধর্মীয় দেউলিয়াত্বের চরম সীমায় দেখেন, তখন শুধুমাত্র কয়েকবার মৌখিক ওয়ায-নসীহত করেই নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত মনে করেন!

এখন প্রশ্ন হলো, আপনি কি কখনো নিজ পরিবারের ইসলাহের (সংশোধনের) ব্যাপারে যত্ন সহকারে গভীরভাবে কোন কার্যকর পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করে দেখেছেন? যেরূপ আন্তরিকতা ও আগ্রহ নিয়ে আপনি আপনার সন্তান ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য রোজগারের অন্বেষণ করে থাকেন, সেরূপ আন্তরিকতা নিয়ে কি কখনো তার ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার এবং ইসলাহের (সংশোধনের) পথ অন্বেষণ করেছেন? যে ধরনের আন্তরিকতা ও আকুতি নিয়ে তাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য দু'আ করে থাকেন, এরূপ আন্তরিকতা ও আকুতি নিয়ে কখনো কি তাদের জন্য আল্লাহপাকের দরবারে সিরাতে মুসতাকীমের দু'আ করেছেন? যদি উপরোল্লেখিত কোন কাজই আপনি না করে থাকেন, তাহলে আপনাকে কোনভাবেই পরিবার সম্পর্কে সজাগ ও দায়িত্বমুক্ত বলা যাবে না।

এ সকল আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের নতুন প্রজন্ম যেরূপ দ্রুতগতিতে ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও আমলী পদস্খলনের দিকে ছুটে চলছে, তার প্রাথমিক এবং কার্যকরী চিকিৎসা আমাদের ঘরেই হওয়া দরকার। যদি মুসলমানদের মধ্যে নিজ সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের ইসলাহের (সংশোধনের) সত্যিকার আগ্রহ, প্রকৃত আন্তরিকতা ও একাগ্রতা পয়দা হয়ে যায় তাহলে, বিশ্বাস করুন জাতির অর্ধেক নাগরিক সঠিক পথে এভাবে ফিরে আসবে।

যদি কোন দ্বীনদার ব্যক্তি মনে করেন যে, আমার সন্তান খোদাবিমুখতার যে পথ ধরে এগিয়ে চলছে, তার জন্য ঐ পথই ঠিক, আর আমরা আমাদের চারপাশে ধর্মের বিধি-নিষেধের যে প্রাচীর গড়ে